ডিজিটাল ষ্টুডিও

সম্ভাবনাময় ব্যবসায়িক ধারনা কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার

ব্যবসা হিসেবে কেন ডিজিটাল ষ্টুডিও?

কাদের জন্য ষ্টুডিও বা কারা ডিজিটাল ষ্টুডিওর গ্রাহক বা ব্যবহারকারী ব্যবহারকারী?

আপনার ব্যবসার সম্ভাব্য স্থান কি কি হতে পারে?

প্রাথমিকভাবে কি কি প্রয়োজন ব্যবসা শুরু করতে?

কোথায় পাবেন এসব উপকরণ?

কিভাবে ব্যবসার প্রচার / বিপনন করবেন?

কেমন জনবল প্রয়োজন?

কেমন হবে আপনার আয়-ব্যয়?

সম্ভব্য অর্থের উৎস কি কি হতে পারে?

ব্যবসা সম্প্রসারণ হিসেবে নতুন সেবা কি কি যুক্ত করতে পারেন?

পরামর্শ

কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার ব্যবসায় সফলতার গল্প

ডকুমেন্ট কন্ট্রল	
ডকুমেন্ট নং.	SMENBI 002
প্রস্তুত	BIID
আপডেট তারিখ	১৬.০৪.২০১০

ডিজিটাল ষ্টুডিও

আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় নানা কাজে প্রায়ই পাসপোর্ট বা বিভিন্ন সাইজের ছবি তোলার প্রয়োজন হয়। বর্তমানে ডিজিটাল ক্যামেরা ও কম্পিউটার খুবই সহজলভ্য হয়ে পড়ায় খুব সহজেই অল্প খরচ ও স্বল্প সময়ে ছবি তোলা যায়। প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে ডিজিটাল ষ্টুডিও স্থাপন একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ব্যবসা হিসেবে কেন ডিজিটাল ষ্টুডিও?

প্রাথমিকভাবে তুলনামূলক কম মূলধন নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যবসা শুরু করতে পারেন। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য উচ্চশিক্ষিত হবার প্রয়োজন নেই। মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা যে কেউ এ ব্যবসা করতে পারেন। কম্পিউটার, ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার ও আলোকচিত্র সম্পর্কে ধারণা নেবার জন্য স্বল্প মেয়াদী কোর্স করে খুব সহজে নিজে এ ব্যবসা শুরু করতে পারেন।

কাদের জন্য ষ্টুডিও বা কারা ডিজিটাল ষ্টুডিওর গ্রাহক বা ব্যবহারকারী ব্যবহারকারী?

সমাজের সকল স্তরের ও সব বয়সের মানুষ এর জন্য আপনার ষ্টুডিওতে আসতে পারেন আপনার সেবা নিতে । বিশেষ করে:

- এনজিও সদস্য
- কৃষক
- ব্যবসায়ী
- স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী
- চাকুরীজীবি
- চাকুরী প্রত্যাশী
- ঋণ প্রত্যাশী

নিয়মিত ষ্ট্যাম্প বা পাসপোর্ট সাইজের ছবি তুলে তা ব্যবহার করেন।

আপনার ব্যবসার সম্ভাব্য স্থান কি কি হতে পারে?

আপনার প্রতিষ্ঠানটি কোথায় স্থাপন করা হবে সে স্থান নির্ধারণ করা জরুরী । যেসব স্থানে লোকসমাগম বেশি হয়। যেমন:

- বড় বাজার, বাণিজ্যিক অঞ্চল

- ব্যাংক বা কোন এন. জি.ও এর আশেপাশে
- স্কুল-কলেজের আশেপাশে
- শহরের অফিস পাড়া

আপনার গ্রাম বা এলাকার পরিচিত ব্যক্তিরা সহজে যাতায়াত করতে পারেন এমন স্থান নির্বাচন করা ভাল।

প্রাথমিকভাবে কি কি প্রয়োজন ব্যবসা শুরু করতে?

ডিজিটাল ষ্টুডিও দিতে হলে আপনার যেসব যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হবে।

১. ডিজিটাল ক্যামেরা
২. কম্পিউটার
৩. ফটোপ্রিন্টার
৪. স্ক্যানার
৫. ষ্টুডিও উপকরণ যথা ফটো পেপার, কালি ইত্যাদি।

কোথায় পাবেন এসব উপকরণ?

- নিকটস্থ যেকোন শহর এর কম্পিউটার এর দোকানে কম্পিউটার ও ডিজিটাল ক্যামেরা পাবেন। যেমন: ঢাকার আইডিবি (IDB) অথবা এলিফ্যান্ট রোড (Elephant Road).

- ক্যামেরারর দোকান বা সনি, তোশিবা, র‍্যাংগস এর শোরুম থেকে ক্যামেরা কিনতে পারেন।
- কম্পিউটার কেনার পূর্বে বর্তমানে বাজারে কি ধরনের প্রযুক্তি প্রচলিত আছে এ ব্যাপারে কোন নিয়মিত কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।
- যেকোন বড় অফিস ষ্টেশনারীর দোকানে ফটো পেপার, কালি ইত্যাদি পাবেন।

- নিয়মিত দৈনিক পত্রিকা দেখলেও এসব জিনিসের দামদর সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

কিভাবে ব্যবসার প্রচার / বিপনন করবেন?

বিপননের জন্য
- স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন,
- সাইনবোর্ড,
- হাতে লেখা পোষ্টার, ব্যানার, লিফলেট ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন।

- সরাসরি বিপনন (Direct Marketing)/মানুষ পরস্পর কথা বলা (Word of Mouth)

স্থানীয় ডিশ ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ করে ক্যাবল চ্যানেলে কম খরচে বিজ্ঞাপন দেয়া যায়। এছাড়া স্কুল-কলেজ, বিভিন্নি ক্লাব, এনজিও অফিস ইত্যাদিতে গিয়ে নিজে প্রচার চালাতে পারেন।

কেমন জনবল প্রয়োজন?

প্রাথমিকভাবে নিজে স্বল্পমেয়াদী কোর্স করে বা নিজে কোন ষ্টুডিওতে শিক্ষানীবাশ হিসেবে কাজ করে ছবি তোলা, সম্পাদনা ও কম্পিউটার ব্যবহার শিখে একাই ব্যবসা শুরু করতে পারেন। পরবর্তীতে ব্যবসা সম্প্রসারিত হলে দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত লোক নিয়োগ করতে হবে।

কেমন হবে আপনার আয়-ব্যয়?

১. *প্রাথমিক খরচ:*

উপকরণ	খরচ
একটি কম্পিউটার (সাধারণ মানের)	২৫,০০০-৪০,০০০/-
একটি ডিজিটাল ক্যামেরা	১০,০০০-১৫,০০০/-
একটি স্ক্যানার	৮,০০০-১০,০০০/-
একটি ফটো প্রিন্টার	৬,০০০-১৫,০০০/-
আলোকসজ্জা (২টি আমব্রেলা লাইট) ও সেট	৪,০০০-১০,০০০/-
ইউ.পি.এস (১ টি)	২,৫০০-৩,০০০
আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি	৬,০০০-১০,০০০০/-
মোট	**৬১,৫০০-১০৩,০০০/-**

(এখানে উল্লেখ্য যে, ইলেক্ট্রনিক্স পন্যের মূল্য পরিবর্তনশীল। বর্তমানে বাজারে যে ধরনের প্রযুক্তি পচলিত তার মূল্য সম্পর্কে দোকানে গিয়ে ধারণা পাবেন।)

২. *পরিচালনা ব্যয়:*

ষ্টুডিও প্রতিষ্ঠার পর পরিচালনর জন্য

- অফিস/দোকানভাড়া (দোকানভাড়া আপনার ষ্টুডিও কোন এলাকায় অবস্থিত তার উপর নির্ভর করে।)
- বিদ্যুৎ বিল, ছাড়া
- ফটো পেপার ম্যাট বা গ্লোসি পেপার ও কালি
- অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়

৩. *প্রত্যাশিত আয়:*

প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র ১টি কম্পিউটার ও ১টি ক্যামেরা নিয়ে ব্যবসা সঠিকভাবে পরিচালনা করলে পরিচালনা ব্যয় বাদে মাসিক ৫০০০-১০০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

সম্ভব্য অর্থের উৎস কি কি হতে পারে?

নিজস্ব মুলধন ছাড়াও ব্যবসা শুরু ও পরবর্তীতে সম্প্রসারণের জন্য সরকারী/বেসরকারী ব্যাংক ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলো থেকে ঋণ নিতে পারেন।

ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য এই লিংক ব্যবহার করুন। অনুসন্ধানের জন্য ক্লিক করুন।

ব্যবসা সম্প্রসারণ হিসেবে নতুন সেবা কি কি যুক্ত করতে পারেন?

আপনার ব্যবসা জনপ্রিয়তা পেলে পরবর্তীতে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও নতুন সেবা যুক্ত করতে পারেন।

- ষ্টুডিও সার্ভিস এর পাশাপাশি, ফটোকপি, ইন্টারনেট, লেমিনেটিং ইত্যাদি সেবা অর্ন্তভূক্ত করা যায়।

- পরবর্তীতে ছোট আকারের মুভি ক্যামেরা (ডিজিটাল/এনালগ) ক্রয় করে এডিটিং সফটওয়্যার ও যন্ত্রপাতি যুক্ত করে ভিডিও এডিটিং সেবা চালু করতে পারেন। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষিত ভিডিও ক্যামেরা ম্যান এর মাধ্যমে এ সেবা দিয়ে প্রচুর লাভ করতে পারেন।

সম্প্রসারণের জন্য ধাপে ধাপে যেসব উপকরণ লাগবে–

১. মুভি ক্যামেরা	৬. ইন্টারনেট মডেম ও কানেকশন
২. ফটোকপি	৭. মোবাইল ফোন
৩. স্ক্যানার	
৪. লেমিনেটিং মেশিন	
৫. লেজার প্রিন্টার	

যেকোন জেলা শহরে এসব উপকরণ পাওয়া যাবে। ব্যবসা এ পর্যায়ে সম্প্রসারিত হলে সকল পরিচালনা ব্যয় বাদে মাসে ২০,০০০-৩০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

পরামর্শ:

ব্যবসা উন্নতির জন্য কিছু বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন:

- ষ্টুডিও এর মান: ভালো মানের ষ্টুডিও নিশ্চিত করলে আপনার সেন্টারের সুনাম ছড়িয়ে পড়বে। ষ্টুডিওতে ভালো মানের ফটো পেপার ও কালি ব্যবহার করা উচিত।

- জনসংযোগ: আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে যত বেশী মানুষ চিনবে এবং আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যত বেশী মানুষ জানবে ততো দ্রুত ব্যবসায়ে আপনার উন্নতি ঘটবে। আপনার ও আপনার প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি সম্প্রসারণের চেষ্টা করবেন।

কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার ব্যবসায় সফলতার গল্প

মোহাম্মদ আব্দুল খালেক একজন সফল উদ্যোক্তা। বগুড়া জেলার কাহালু বাজারে তিনি একটি ডিজিটাল ষ্টুডিও পরিচালনা করছেন। নিজ উদ্যোগে প্রায় কোন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেনিং ছাড়া অন্যের কাজ দেখে তিনি ছবি তোলা ও ছবি সম্পাদনা (এডিটিং) শিখে আশা এনজিও থেকে ৩০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি এ ষ্টুডিও থেকে প্রতিমাসে ৭,০০০-৮,০০০ টাকা আয় করেন। ষ্টুডিও পরিচালনার পাশাপাশি তিনি বিয়ে, জন্মদিন প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে ছবি তুলে ও ভিডিও করে তা নিজেই সম্পাদনা করে প্রচুর বাড়তি আয় করেন। তিনি যত্নের সাথে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে তার গ্রাহকদের ভালো মানের ছবি সরবরাহ করেন বলে কাহালু বাজারে তার ষ্টুডিও জনপ্রিয়তা পেয়েছে।